গোস্টরাইটার

আলভী আহমেদ

ঢাকা : বাংলা মোটর | শাহবাগ | বাংলাবাজার
চট্টগ্রাম | রাজশাহী | সিলেট

পূর্বকথা

পাবলিক পোস্টে এগুলো বলা মনে হয় ঠিক হচ্ছে না। দ্বিধায় ভুগতেছিলাম খুব। আসলে জরুরি বিষয় ছাড়া আমি ফেসবুকে লিখি না। আবার যখন লিখতে শুরু করি, রাখঢাক থাকে না। নিজে ন্যাংটো হই, অন্যদের গায়ের কাপড় ধরেও টানাটানি শুরু করি। দ্বিধাটা সে কারণেই ছিল।

অনেক দিন ধরেই কথাগুলো পেটের মধ্যে গুড়গুড় করতেছিল, বের হয়ে আসতে চাইত। এক থাপ্পড়ে সেগুলোকে আবার পেটের মধ্যে ঢুকায়ে ফেলতাম। আজ আর পারলাম না। হাফ বোতল কেরু টানছি সন্ধ্যা থেকে। টিপসি লাগতেছে। ইটস নাও অর নেভার। এখনই উগড়ায়ে দিতে হবে, নাইলে আর কখনো বলা হবে না।

২০২১ সালের অক্টোবর মাস থেকে আমি বেকার। ঘরে বসে আছি। আপনারা যারা ফেসবুকে আমার সাথে কানেকটেড আছেন, তারা জানেন যে আমি দৈনিক *ঢাকা বার্তায়* জব করতাম, সাহিত্য পাতায়।

এক সকালে অফিস গেছি। এইচআরের একটা চিঠি আমার হাতে ধরায়ে দেওয়া হলো : কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আপনাকে বিনা বেতনে ছুটি দেওয়া হচ্ছে। পরবর্তী নির্দেশ দেওয়া হলে আবার কাজে যোগদান করবেন।

বিনা বেতনে ছুটি—মাই ফুট! বোকচোদগুলো কবে আরেকটু স্মার্ট হবে? বললেই পারত, ইউ আর স্যাকড। তা বলবে না। যতসব নটাঙ্কি!

কাহিনিটা করছেন সাবের ভাই, আমার বস। লোকটার সাথে আমার বনিবনা হচ্ছিল না। ওনার বন্ধুস্থানীয় কিছু লেখক-কবি আছেন, তারা একে অপরের লোমশ পাছায় চুমু খেয়ে অভ্যস্ত। চাই বা না চাই, একটা গ্রুপের মধ্যে আটকা পড়ে যাচ্ছিলাম। ওই গ্রুপের বাইরে অন্য কারও লেখা ছাপা যাবে না, এরকম একটা অলিখিত নিয়ম দাঁড়ায়ে গেছিল।

দলবাজি আমার পোষায় না। এটা নিয়ে কয়েকবার বিদ্রোহ করছি। আর সাবের ভাই সেটার শোধ নিছেন। দিছেন ছাঁটাই করে। আমার নাকি ডিসিপ্লিনে

কী সব সমস্যা! ঠিক সময়ে অফিসে আসি না, সিনিয়রদের সাথে বেয়াদবি করি, পেজ মেকআপে ভুল থাকে, প্রোডাকটিভ না ... ইত্যাদি। পাওয়ার আছে, সেটার প্র্যাকটিস করছেন। সিম্পল।

আমি যে খুব সৎ, এ কথা জাহির করতে চাচ্ছি না কিন্তু। ভুল বুঝবেন না আমাকে। অসৎ হওয়ার চান্স পাই নাই, তাই সৎ থেকে গেছি। চান্স পেলে কী করতাম, বলা মুশকিল।

লেখক বা কবিদের কাছ থেকে ছোটখাটো দুই-একটা গিফট যে আমি পাই নাই কখনো, সে কথা বলব না। বাট এটাকে নিয়ম বানায়ে ফেলি নাই। ডিজঅনেস্টি আমিও করছি, তবে রুচিবোধের সাথে আপস না করে। মিনিমাম একটা লেভেল আমার আছে। যেসব লেখা কোনো পদের না, সেগুলো কি দিনের পর দিন ছাপা যায়? একটা পর্যায়ে তো নিজের ওপরই অরুচি ধরে যাওয়ার কথা।

এনিওয়ে, ফাউ প্যাঁচাল পেড়ে লাভ নাই। যা হওয়ার তা তো হইছেই। চেঞ্জ করতে পারব না ঘটনা। মূল পয়েন্টে আসি।

চাকরি যাওয়ার পর কয়েক মাস গুম মেরে ছিলাম। নড়াচড়া করি নাই। ভাবছি ওরা ওদের ভুল বুঝতে পারবে। সরি বলে আমাকে আবার কাজে ফিরায়ে নেবে। নিজের ভালো পাগলেও বোঝে। দেখা গেল, ওরা পাগলেরও অধম।

এই যে চাকরি গেল, কোনো বন্ধুবান্ধব আমাকে একটা কাজ জুটায়ে দেওয়ার ন্যূনতম চেষ্টা করে নাই। সেইম ফিল্ডেই কাজ করে ওরা। কোনো না কোনো জায়গায় এত দিনে আমার একটা ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ার কথা। অথচ ওরা কিছুই করে নাই।

আবার একেবারেই কিছু করে নাই, এ কথা বললেও অন্যায় হবে। কেউ কেউ মেক শিওর করছে, আমি যেন আর ঘুরে দাঁড়াতে না পারি। আমার নামে নানা বদনাম ছড়ায়ে দিছে মিডিয়া পাড়ায়।

তো আমি নিজেই তিন জায়গায় চাকরির চেষ্টা করছিলাম গত বছর। প্রথমে *বাংলাদেশ হেরাল্ড*-এ। হয়েও গেছিল প্রায় চাকরিটা। কিন্তু ওরা যে টাকাপয়সা অফার করে, সেটা যথেষ্ট অপমানজনক। বাসা ভাড়াও উঠবে না। কোনো মানে হয় না এই জব নেওয়ার।

একটা অ্যাডফার্মে কাজ জুটছিল এরপর, কপি সুপারভাইজার পোস্টে। নিকেতনে অফিস। বেতনকড়ি ভালো। জয়েনও করছিলাম। কিন্তু দ্বিতীয় দিনেই ঝামেলা বেঁধে গেল। প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে আমাকে একটা পিকনিক পার্টির জন্য ক্রিয়েটিভ লিখতে বলা হলো।

জি, আপনারা ঠিকই শুনতেছেন। কোনো ভুল নাই শোনার মধ্যে।

রেইনবো গ্রুপ একটা ইয়ারলি পিকনিক করবে। সব এমপ্লয়িকে নিয়ে আউটিংয়ে যাবে গাজিপুরের একটা রিসোর্টে। আমার ওপর দায়িত্ব পড়ল ওই পিকনিকের জন্য বিভিন্ন ব্যানার, ফেস্টুন ডিজাইন করা। যেমন ওদের এমপ্লয়িরা যখন রিসোর্টের গেট দিয়ে ঢুকবে, তাদের ওয়েলকাম জানায়ে ব্যানারে কী কথা লিখতে হবে, সেটা ঠিক করা।

বিজ্ঞাপনের কপি লেখা মানে যে পিকনিক পার্টির গেট সাজানো, এটা বোঝা মাত্রই রিজাইন দিছি।

নতুন একটা টেলিভিশন চ্যানেলে জয়েন করতে চাইছিলাম। চ্যানেলটা এখনো অনএয়ারে আসে নাই। প্রস্তুতি চলতেছিল, বনানীতে অফিস নিছে। নানা প্রকার বিদেশি অনুষ্ঠান ডাব করে প্রচার করবে। সো, ওদের একজন ভালো ট্রান্সলেটর দরকার ছিল যে স্ক্রিপ্ট এডিটর পোস্টে কাজ করতে পারে।

কয়েকবার মিটিং-সিটিং হলো। আমার চাকরি প্রায় পাকা। পরে দেখা গেল, চ্যানেলটা হলো 'হায় হায়' কোম্পানি। অফিসসহ একদিন হাওয়া।

এতসব কথা কেন বলতেছি?

বলতেছি কারণ ছোট্ট একটা ব্যাপার আপনারা বুঝতেছেন না। এই যে এত দিন আমি চাকরিবাকরি ছাড়া চলতেছি, কীভাবে চলতেছি? ধার করে। আমার এক গার্লফ্রেন্ড আছে, সে-ই টুকটাক টাকাপয়সা দেয়। সেই টাকায় কোনোমতে চলি। সেই বিগ-হার্টেড লেডির নামটা বলতে পারতেছি না। নিষেধ আছে।

তবে মনে হয় না এটা পারমানেন্ট কোনো সলিউশন। ও আমাকে বলছে একটা ব্যবসা শুরু করতে। এককালীন কিছু টাকা সে ইনভেস্ট করতে পারবে। প্রফিট ফিফটি ফিফটি।

কিন্তু প্রফিট শেয়ার করার জন্য তো প্রথমে লাভের মুখ দেখতে হবে, নাকি? কী বিজনেস করব আমি? ব্যবসার বুঝিটা কী?

একবার ভাবলাম, ওর থেকে টাকা নিয়ে একটা সাহিত্য পত্রিকা দিই। প্রিন্ট ম্যাগাজিন না, ওয়েবজিন। পরে মনে হলো, লাভ নাই কোনো। ওই বালটা নিয়ে পড়ব আরেক ফ্যাসাদে। কে বিজ্ঞাপন জোগাড় করবে? রানিং কস্ট ক্যামনে তুলব? মানুষ তো ব্যবসা করে প্রফিটের জন্য। মারা খাওয়ার জন্য তো করে না, তাই না?

সব হিস্ট্রি জানায়ে দিলাম। মদ খেলে মানুষ বেশি কথা বলে, জানানোর এটা একটা কারণ। তাই বলে এটাই কিন্তু একমাত্র কারণ না।

আমার মধ্যে একটা উইয়ার্ড ফিল হচ্ছে আজকাল। রাষ্ট্র আমাকে প্রাপ্যটা বুঝায়ে দিচ্ছে না। আপনারা যারা সুবিধাভোগী, তারা আমাকে ঠকাচ্ছেন।

আমি ঢাকা ভার্সিটি থেকে ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স করা একটা ছেলে। বয়স ৩৭। দেশের লিডিং একটা দৈনিকের সাহিত্য পাতা চালাইছি চার বছরের মতো। বাজারে আমার একটা গল্প সংকলন আর দুইটা উপন্যাস আছে। পুরস্কারও পাইছি ক্রিয়েটিভ রাইটিংয়ে। আমি কোন দিক দিয়ে কোয়ালিফাইড না, বলতে পারেন?

অথচ আপনারা আমাকে ব্যবহার করতে পারতেছেন না। লসটা কি খালি আমার একার হচ্ছে? আপনাদের হচ্ছে না?

আপনাদের কি কোনো দায়-দায়িত্ব নাই? এই এত্ত এত্ত পটেনশিয়াল সহকারে আমাকে কি আপনারা কবরে পাঠাবেন? কেরুর হুইস্কি কেন খেতে হবে আমাকে, প্রিমিয়াম স্কচ কেন টানতে পারব না? কেন আমাকে মানুষজনের থেকে টাকা হাওলাত করে চলতে হবে? একটা উপযুক্ত কাজ আপনারা আমাকে দিতে পারেন না!

এই পোস্টটা পড়ে আমাকে মাতাল, বদরাগী ... নানা কিছু মনে করতে পারেন। সেই স্বাধীনতা অবশ্যই আপনাদের আছে। কিন্তু বিশ্বাস করেন, আমি আমার কাজটা জানি। আমাকে কমফোর্ট জোনে খেলতে দেন। সেই জোনের মধ্যে যে কাজ দেবেন, শতভাগ অনেস্টির সাথে আমি করব।

যার যা কিছু আছে, তা নিয়ে ঝাঁপায়ে পড়েন। যেটুকু সাধ্য আছে, হেলপ করেন। আমাকে কাজে লাগান। চাকরি দেন বা অন্য কাজ দেন যেটা মানি জেনারেট করবে। আই ওন্ট লেট ইউ ডাউন।

কথাগুলো বলা দরকার ছিল। ডিপ্রেশনে ভুগতেছিলাম। এখন মনটা একটু হালকা হইছে।

ডিপ্রেশন হলো এমন একটা ব্যাপার যে আপনি টের পাবেন তলায়ে যাচ্ছেন, ভেসে ওঠার জন্য সাহায্য দরকার, কিন্তু সাহায্য নিতে ইচ্ছা করবে না।

আমি সাহস করে সাহায্য চেয়ে ফেলছি। এখন কেউ করলে করবেন, না করলে নাই। ব্যাপার না। অভ্যাস হয়ে গেছে।

মাইন হাসান
এপ্রিল ৭, ২০২৩

১

মানি ট্রান্সফার

ঘুম ভাঙতেই টের পাইলাম, মাথার মধ্যে অসম্ভব যন্ত্রণা। পর্দাটা অর্ধেক গোটানো, সূর্যের আলো ঢুকে পড়ছে ঘরের ভেতর। জানালার উল্টো দিকের দেওয়ালে চুল আঁচড়ানোর জন্য একটা ছোট আয়না ঝুলাইছিলাম। রোদ এসে ডিরেক্ট সেই আয়নায় পড়তেছে। এখন আমার মাথার দুই দিকে দুইটা সূর্য। অসহ্য!

হাত বাড়ায়ে পর্দাটা টানতে গেলাম। মনে হলো, কেউ একজন হাতুড়ি দিয়ে মাথার মধ্যে পেরেক গাঁথতেছে। চোখ পিটপিট করলাম কয়েকবার। তলপেটে আলগা একটা চাপ। কিছু একটা দলা পাকায়ে নিচের দিকে নামতে চাচ্ছে। জানি, কমোডে বসলে লাভ হবে না। সারা দিন এই চাপ পেটে নিয়ে ঘুরতে হবে।

এই একটা সমস্যা কেরুর। রাতে খাওয়ার পর জিনিসটা ওখানেই শেষ হয়ে যায় না। বিশ্রী ধরনের হ্যাংওভার হয়। ফ্লোরে গড়াগড়ি খাচ্ছে ৭৫০ এমএলের খালি বোতলটা। গ্লাসে সাদা রংয়ের তলানি জমে আছে, এক চুমুক হবে বড়জোর। রাতে কালারটা ছিল সোনালি, দিনের আলোয় সাদা দেখাচ্ছে।

একটা পিরিচ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে আছে, ফ্লোরের মধ্যে ছড়ানো-ছিটানো চানাচুর আর বাদাম। একদল পিঁপড়া জড়ো হইছে। আপাতত নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করতেছে। মনে হলো, আমি ওদের আলাপ বুঝতে পারতেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই 'হেঁইয়ো হেঁইয়ো' শব্দে ওরা বাদাম কাঁধে তুলে দৌড়াতে শুরু করবে।

অ্যাশট্রে কখন উল্টাইছে, আল্লাহ জানে। সিগারেটের ফিল্টার আর ছাইয়ে ফ্লোর মাখামাখি। প্যাকেট হাতালাম, কোনো সিগারেট নাই আর। রাতে সবগুলো টেনে ফেলছি। বুদ্ধি করে যে একটা সকালের জন্য রেখে দেব, মনে ছিল না। এখন এই ঠা ঠা রোদের মধ্যে নিচে যেতে হবে সিগারেট কিনতে। ভাবতেই গা গুলায়ে বমি আসল।

স্পিরিটের গন্ধে রুমের বাতাস ভারী। আমার গা থেকেও বোঁটকা গন্ধ বের

হচ্ছে। আমি নিশ্চিত, ওয়াশরুমে গেলে মুতের মধ্যেও কেরুর গন্ধ পাব। বুকটা খাঁ খাঁ করতেছে। বিছানার পাশেই পানির বোতল থাকার কথা। একটু ঝুঁকে বোতলটা তুলতে গেলাম, সাথে সাথেই আবার মাথার মধ্যে পেরেক ঠোকা শুরু হলো। ফিসফিস করে নিজেকে বললাম, রিল্যাক্স ম্যান।

নাহ, রাতে টু মাচ খাওয়া হয়ে গেছে। ভাবছিলাম, অ্যাংজাইটিগুলো উড়ায়ে দিতে পারব। সেগুলো তো উড়ে যায়-ই নাই, উল্টো এখন একটা অপরাধবোধ আমাকে ঘিরে ধরছে। কী করলাম আমি এটা? কোনো মানে হয়!

আমার মন স্পষ্টত দুই ভাগ হয়ে গেল। এক ভাগ বোঝাচ্ছে, যা করছি সেটা ঠিকই আছে। আরেক ভাগ বলতেছে, ইটস আ সিরিয়াস ব্লান্ডার। কাজটা তুমি মোটেই ঠিক করো নাই মাইন।

আচ্ছা, মোবাইলটা কই? পোস্টটা তো এখন ডিলিট করে দিলেই হয়। রাতে দিছিলাম, যার পড়ার সে পড়ছে। এখন তো আর রেখে দেওয়ার দরকার দেখি না।

রুমে খাট নাই কোনো। ফ্লোরে একটা ফোম বিছানো। গদির মধ্যে আমার পুরো শরীর ডুবে আছে। উঠে দাঁড়াতে রীতিমতো যুদ্ধ করতে হলো। মোজাইক করা মেঝেতে পা ফেলতেই শান্তি। ঠান্ডা ঠান্ডা একটা ফিল হলো শরীরের মধ্যে। দেওয়াল ধরে ধরে টেবিল পর্যন্ত গেলাম। মোবাইলটা হাতে নিতেই দেখি চার পাঁচটা মিসড কল। দুইটা নম্বর চিনি, বাকিগুলো আননোন। ব্যাংক থেকে একটা মেসেজ আসছে :

Your AC 113***662 is credited with BDT 50000 as NPSB FUND TRANSFER on 08-APRIL-23, 09:24:05 AM. Now Your Balance is BDT 51636.51 Thanks. EBL Helpline 16230

মানে কী! অ্যাকাউন্টে ৫০ হাজার টাকা কই থেকে ঢুকল? কে পাঠাইছে? ঘুমলাগা চোখেই ল্যাপটপটা টেনে নিয়ে বিছানায় বসলাম। পাওয়ার বাটন প্রেস করে চিন্তা করতে শুরু করলাম একেবারে গোড়া থেকে।

রাতে আমার পোস্ট পড়ে কেউ কি টাকা পাঠাইল? কিন্তু আমি তো টাকা চাই নাই। কাজ চাইছি। টাকা কেন পাঠাবে? পাঠালেও ৫০ হাজার! কোন পাগলে পাঠাইছে? আচ্ছা, আমি কি কারও কাছে টাকা পাইতাম? আমার দুরবস্থার কথা শুনে ধার শোধ দিছে!

সুমনের কাছ থেকে কিছু টাকা পাওয়ার কথা। ওর টিভিসির জন্য একটা জিংগেল লিখে দিছিলাম। কিন্তু সেটার বিল তো মাত্র পাঁচ হাজার। ৫০ হাজার পাঠাতে যাবে কোন দুঃখে?

এমন কি হতে পারে যে ব্যাংক ট্রান্সফারের সময় সুমন ভুলে একটা শূন্য বেশি দিছে? চান্স আছে। ল্যাপটপে স্কাই ব্যাংকিংয়ে ঢুকে আইডি পাসওয়ার্ড দিলাম। ওটিপি আসল মোবাইলে। অ্যাকাউন্টে লগ ইন করে স্টেটমেন্ট ডাউনলোড করলাম।

না, সুমন পাঠায় নাই টাকাটা। ওর অ্যাকাউন্ট এনসিসি ব্যাংকে। এই টাকাটা সকাল ৯টা ২৪ মিনিটে বিএফআইসি ব্যাংক থেকে আসছে। এনপিএসবি ট্রান্সফার, সাথে সাথে ঢুকে গেছে আমার অ্যাকাউন্টে। রেফারেন্স হিসেবে কিছু লেখা নাই।

ধরা যাক, কেউ একজন রাতে আমার ফেসবুক পোস্ট পড়ে খুবই আবেগাক্রান্ত হয়ে গেছিল। তারপর টাকাটা পাঠাইছে। কিন্তু সেটা পাঠাইতে হলেও তো আমার অ্যাকাউন্ট নম্বর তার জানতে হবে। পোস্টে তো ব্যাংক ডিটেইলস ছিল না। তাইলে কেমনে পাঠাল? কাহিনি কী?

বাথরুমে গিয়ে ব্রাশের মধ্যে পেস্ট লাগাইছি, ফোনটা বাজল। দাঁত ব্রাশ করতে করতে বাইরে আসলাম। স্ক্রিনে লেখা উঠছে, কলিং কাশফি। শত্রুপক্ষের লোকজন কেন ফোন দিতেছে আমারে? নাহ, এই মুহূর্তে ফোন ধরা যাবে না। মেজাজটা এমনিতেই খারাপ আছে, আরও খিঁচড়ে যাবে। কল ড্রপ করে দিলাম।

দাঁত ব্রাশ করে হাতমুখ ধুয়ে বের হতেই দ্বিতীয়বারের মতো রিং বাজল। ফোন হাতে নিয়ে দেখি আবারও কাশফি ফোন দিছে। এই মেয়ের ধৈর্যও আছে, ভাই রে ভাই! ফোন দিতেই থাকে। রিসিভ করে ফেলা ভালো। ঝামেলা ক্লিয়ার হোক।

'হ্যালো,' আমি বললাম।

'কী অবস্থা তোমার?' ও প্রান্ত থেকে কাশফি জানতে চাইল।

'আছি। বাট তুমি নিশ্চয়ই আমার অবস্থা জানার জন্য ফোন দাও নাই। কাহিনি কী, বলে ফেল ঝটপট।'

'তোমার গত উইকের লেখাটা দারুণ হইছে।'

'কোন লেখা যেন?'

'*বিডি নিউজ*-এ যেটা আসল। ফিকশন আর নন-ফিকশন নিয়ে।'

'আচ্ছা।'

'লজিকগুলো চমৎকার ছিল,' সে বলল, 'খুবই প্রিসাইজ লেখা।'

'থ্যাংক ইউ' বললাম আমি, 'বাট এইবার তুমিও একটু প্রিসাইজ হও প্লিজ।'

'মানে!'

'তুমি যখন আমার প্রশংসা করো, আমি জানি সেটা এমনি এমনি করো না, কোনো একটা ঝামেলা আছে। ঝামেলাটা কী, সোজা কথায় বল।'

'ঝামেলা নাই তো কোনো।'

'নাই?'

'উহু।'

'গ্রেট! রাখি তাইলে। পরে কথা হবে। মাত্র ঘুম থেকে উঠছি।'

'সন্ধ্যায় দেখা করতে পারবা?' কাশফি জানতে চাইল।

'না,' বললাম আমি।

'কাজ আছে?'

'হুম।'

'কী কাজ?'

'গান শুনব, বই পড়ব, কয়েকটা মুভি নামানো আছে ল্যাপটপে। মুভিও দেখতে পারি।'

'এগুলোই কাজ?'

'কাজ বলে মনে হচ্ছে না?'

'না, তা না। বাট ...'

'তোমার সাথে দেখা করার চেয়ে এই কাজগুলো প্রোডাকটিভ,' আমি কাটাকাটা স্বরে কথাগুলো বললাম।

ওই প্রান্তে কয়েক সেকেন্ডের নীরবতা নেমে আসল। দ্রুতই নিজেকে সামলায়ে কাশফি বলল, 'টাকাটা তো তোমার অ্যাকাউন্টে ঢুকছে, না?'

আমি চুপ হয়ে গেলাম।

'তুমি পাঠাইছ?' আমি বললাম।

'না, আমার ক্লায়েন্ট।'

'তোমার আবার ক্লায়েন্টও আছে!'

'কোনো সমস্যা তাতে?'

'কী রকম ক্লায়েন্ট?' আমি বললাম, 'ক্লায়েন্ট তো উকিলদের থাকে শুনছি। পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদকের ক্লায়েন্ট থাকে, শুনি নাই কখনো।'

'তুমি অনেক কিছুই শোনো নাই মাইন,' কাশফি বলল, 'তাই বলে সেগুলো যে পৃথিবীতে নাই, তা কিন্তু না।'

'তোমার ক্লায়েন্টের নাম কী?'

'আবরার ফাইয়াজ।'

এইবার একটু চমকায়ে গেলাম। লোকটাকে নামে চিনি। কখনো সামনাসামনি দেখা হয় নাই। আমলা প্লাস লেখক। সচিব ছিলেন বা এই টাইপের হোমড়াচোমড়া কিছু একটা। এখন আবার পলিটিক্যাল কলাম লেখেন। একটা দুইটা বইও বোধ হয় আছে বাজারে।

বললাম, 'উনি আমাকে টাকা পাঠালেন কেন? আমি কি টাকা চাইছি?'

'না।'

'তাইলে? আমি তো কাজ চাইছি।'

'উনি তোমাকে একটা কাজ দেবেন। এটা হলো অ্যাডভান্স পেমেন্ট।'

'কী কাজ?'

'সেটা নিয়েই বসতে চাচ্ছিলাম সন্ধ্যায়। কিন্তু তোমার যেহেতু গান শোনা আর বই পড়ার মতো প্রোডাকটিভ কাজ করতে হবে, বসতে পারবা না, তাই না?'

জানতাম খোঁচাটা ফেরত আসবে। কাশফিকে খোঁচা দিয়ে কেউ কখনো পার পায় নাই। হোয়াইট ফ্ল্যাগ তুলে বললাম, 'কোথায় বসতে চাও?'

'লা ডিপ্লোম্যাট।'

'কী এটা?'

'বার। প্রিমিয়াম স্কচ খাইতে পারো না দেইখা কান্নাকাটি করলা রাতে। দেখি আজ, কত খাইতে পারো!'

'তুমি খাওয়াবা?'

'না। তোমার নানা এসে খাওয়াবে! গুলশান এক নম্বরে উদয় টাওয়ারের উল্টা দিকের রাস্তা দিয়ে ঢুকবা। আমি গুগল লোকেশন হোয়াটসঅ্যাপ করে রাখতেছি।'

'ওকে।'

'সাড়ে ছয়টায় চলে আসো তাইলে,' ও জানাল।

'আমি কিন্তু টাইমের ব্যাপারে খুব সেনসিটিভ,' বললাম আমি, 'শিওর হয়ে বলো।'

'সাতটায় আসো।'

'আচ্ছা।'

ফোনটা রাখার পর প্রথম যে চিন্তাটা মাথায় আসল তা হলো, এই টাকা অতি দ্রুত খরচ করে ফেলতে হবে। কাশফি এমন কোনো কাজ অফার করতে

পারে, যেটা করতে হয়তো আমার ইচ্ছা করবে না। কিন্তু আমার কাজ করা দরকার। এভাবে শুয়ে-বসে আর কত দিন? টাকাটা খরচ করে ফেললে ওর দেওয়া কাজটা না করে উপায় থাকবে না। ঘ্যাড়তাড়ামি করার সুযোগ পাব না তখন আর।

কলবেল বাজল দুইবার। বুয়া আসার টাইম হয়ে গেছে। কেরুর খালি বোতলটা ফ্লোর থেকে তুলে ছুড়ে মারলাম আলমিরার ওপর। আপাতত থাকুক ওইখানে। পরে ফেলে দেওয়া যাবে।

এই বাসার দরজা খুলতে রীতিমতো যুদ্ধ করতে হয়। পাল্লাটাকে হাঁটু দিয়ে চেপে ধরে হ্যাঁচকা এক টান মারতে হয় ছিটিকিনিতে। তাইলেই কেবল খুলে। মোলায়েমভাবে কাজটা করার কোনো সুযোগ নাই। এ জন্য সাধারণত ছিটকিনি মারি না। দরজার নবের মধ্যে যে টিপ-লক থাকে, সেটাই যথেষ্ট। কাল রাতে ছিটকিনি মারতে গেছিলাম কোন দুঃখে, কে জানে? প্রায় ৪০ সেকেন্ড যুদ্ধ করার পর দরজাটা খুলল।

বাইরে সামিরা দাঁড়ানো।

'হাই,' সে বলল।

আমি অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলাম না। অসম্ভব সুন্দর একটা দৃশ্যের সামনে পড়ে বোবা হয়ে গেলাম।

১৬ তলার ওপরে আমার বাসা। কমন স্পেসটুকু বেশ খোলামেলা। সকালের এই সময়টায় করিডোরে রোদ ঝকঝক করে। আলোর ঠিক কেন্দ্রে সামিরা দাঁড়ানো। শ্যামলা মুখটা লাল হয়ে আছে। ওয়াইন কালারের একটা শাড়ি পরছে ও, সাথে অফহোয়াইট ব্লাউজ। কপালে ছোট্ট কালো টিপ। নকশিকাঁথায় কাজ করা এক জোড়া স্যান্ডেল পায়ে, কফি কালারের। ডান হাতে কাঠের ব্যাংগ্‌ল, বাঁ হাতে ঘড়ি। সিলুয়েট শটের মতো সূর্যের বিপরীতে দাঁড়ায়ে আছে।

'রৌদ্রে এসে দাঁড়িয়েছে রৌদ্রের প্রতিমা' সুনীলের কবিতা ফুঁড়ে যেন বের হয়ে আসতেছে ওর শরীর। হু হু করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে করিডোরে আর ওর লম্বা চুলগুলো উড়তেছে।

'হাঁ করে তাকায়ে আছ কেন? ভেতরে ঢুকতে দিবা না?' সামিরা বলল।

আমি দরজা ছেড়ে দিলাম। ও ভেতরে ঢুকল। এতক্ষণ খেয়াল করি নাই, ওর সাথে একটা লাল ট্রাভেল ব্যাগ, স্যামসোনাইটের। মানে কী, ব্যাগ নিয়ে আসছে কেন সামিরা? থাকবে নাকি এইখানে!